প্রথম আলো

তারিখ 12 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ চার মাস

দুই বছরের সেশনজটের আশঙ্কা

নাজমুস সাকিব, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ●

চার মাস ধরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় দুই বছরের সেশনজটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উপাচার্য, সহ-উপাচার্যের অপসারণের পর এবার কোষাধ্যক্ষের অপসারণের দাবি জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি। এদিকে ক্লাস-পরীক্ষার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, শীতকালীন ছুটি শেষে ৭ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। তবে খোলার পর চার দিন পার হলেও কোনো ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষার দাবিতে মিছিল ও সমাবেশ করেন। এর আগে মঙ্গলবার শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও কোষাধ্যক্ষের অপসারণসহ আরও কয়েকটি দাবি জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ক্লাসে ফিরে যাবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এদিকে দীর্ঘদিন শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আটকে যায় বিভিন্ন বিভাগের চার শতাধিক পরীক্ষা। ফলে দুই বছরের সেশনজটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি রকিব মো. হাসান বলেন, 'আমরাও চাই দ্রুত ক্লাস-পরীক্ষা চালু হোক, এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি এবং শিক্ষকদের আন্তরিক হতে হবে।'

> নিয়োগকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও স্থানীয় লোকজনের হামলা-ভাঙচুরের জের ধরে গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে ১১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও স্থানীয় লোকজনের হামলা-ভাঙচুরের জের ধরে গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ ছিল। গত ৩ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগ এনে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সহ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। ১৪ অক্টোবর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার পর ১০ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খুললে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা প্রশাসনের তিন কর্তাব্যক্তির অপসারণের দাবিতে আন্দোলনে নামেন এবং তাঁদের অপসারণ না করা পর্যন্ত একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বর্জনের ঘোষণা দেন।

এদিকে ১৯ নভেম্বর প্রশাসন ভবনের ভেতরে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচিতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হামলায় আহত হন প্রায় ৩০ জন শিক্ষক। এ হামলার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা ফুঁসে ওঠেন। শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরাও আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের মুখে গত ২৭ ডিসেম্বর সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য এম আলাউদ্দিনকে অপসারণ করে ওই পদে আবদুল হাকিম সরকারকে নিয়োগ দেন। এর পাঁচ দিনের মাথায় গত ১ জানুয়ারি সহ-উপাচার্য মো. কামালউদ্দিনকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি নজিবুল হক বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভেতরে যেসব দুর্নীতিবাজ রয়েছে, তাদের অব্যাহতি দিতে হবে। আমরাও ক্লাস-পরীক্ষায় ফিরতে চাই। যত দ্রুত উপাচার্য দুর্নীতিবাজদের প্রশাসন থেকে সরাবেন, তত দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা স্বাভাবিক হবে।'

উপাচার্য আবদুল হাকিম সরকার ক্যাম্পাস সচলের ব্যাপারে প্রশাসনিক চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে দাবি করলেও সুস্পষ্ট করে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানাতে পারেননি।